দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে আজ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

এসএসসি'র ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা বাতিলসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে

মোস্তাক মোবারকী

দেশের ৫ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ইংরেজী ১ম পত্রের পরীক্ষা বাতিল হতে পারে। কয়েকটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষাও বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকলের অভিযোগে কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র কয়েক বছরের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠান বাতিল এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। আজ সোমবার শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

(১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

এসএসসি'র ইংরেজী

(প্রথম পাতার পর)

সূত্র জানায়, শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য সোমবারের উচ্চ পর্যায়ের সভায় শিক্ষাসচিব ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং ৫ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকগণ উপস্থিত থাকবেন। এই সভায় ইংরেজী ১ম পত্রের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা বাতিলসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এই সভায় বোর্ডের চেয়ারম্যান ও নিয়ন্ত্রকগণ সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর রিপোর্ট পেশ করবেন। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই কতিপয় পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্র জানায়, পরীক্ষা গ্রহণের সাথে জড়িত কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও সংস্থাপন সচিব তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে হালুয়াঘাট ও চকোরিয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট ২ ম্যাজিস্ট্রেট জড়িত ছিলেন বলে ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন। তাঁদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাসচিব ঐ ২ ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ড করার জন্য সংস্থাপন সচিবকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানান। কিন্তু সংস্থাপন সচিব ২ ম্যাজিস্ট্রেটকে সাসপেন্ড না করে বরং ওএসডি করেছেন। সংস্থাপন সচিবের এ ধরনের আচরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। ১৩ মার্চ ইংরেজী ১ম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষায় প্রশ্ন আগেই ফাঁস হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর সে কারণেই ইংরেজী ১ম পত্রের পরীক্ষাও বাতিল হচ্ছে। ১৭ মার্চ হালুয়াঘাট ও চকোরিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ২ ম্যাজিস্ট্রেট ট্রেজারি থেকে বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন এনে তা পরীক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করান। অথচ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হওয়ার কথা পরদিন ১৮ মার্চ। হালুয়াঘাট কেন্দ্রে ১শ' প্রশ্নপত্র বিতরণের পর ৯০টি উদ্ধার হয়েছে। বাকি ১০টি প্রশ্ন পরের দিনের নির্ধারিত পরীক্ষার জন্য অন্যান্য কেন্দ্রে বিলি হয়েছে বলে জানা যায়।

শিক্ষা সচিব ১৯ মার্চ কুমিল্লা বোর্ডের অধীন দাউদকান্দি ও চান্দিনায় ৫টি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে ঐ দিনের সমাজবিজ্ঞান পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম দেখতে পান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষকদের অভিযোগসংক্রান্ত তালিকা তৈরি করার জন্য আগেই বলে দিয়েছে। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য বৈঠকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে ঐ সূত্র জানায়।